দৈনিক জনকণ্ঠ

তারিখ ... JUL 23 1999
পৃঃ ১০ কলাম ৬

মফস্বলের এক শিক্ষক যা বলেন–

মফস্বলের শিক্ষা ব্যবস্থা সম্পর্কে মফস্বলের শিক্ষকরা কি ভাবছেন? অসংখ্য সমস্যায় আক্রান্ত মফস্বল শিক্ষা সম্পর্কে একেক জনের দৃষ্টিভঙ্গি, চিন্তা ও মতামত একেক রকম। তবে কিছু সাধারণ সমস্যা রয়েছে যা গোটা শিক্ষক সমাজকে পীড়া দেয়। দীর্ঘদিন ধরে শিক্ষকতা পেশায় জড়িত একজন মফস্বলের শিক্ষক মফস্বল শিক্ষা সম্পর্কে তাঁর প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেছেন। এই শিক্ষকের নাম ম,ব, আলাউদ্দিন। বাগেরহাটের ফকিরহাট কাজী আজহার আলী ডিগ্রী কলেজের তিনি উপাধ্যক্ষ। কয়েক দিন পরেই শেষ হবে তাঁর আনুষ্ঠানিক শিক্ষকতা জীবন। ম, ব, আলাউদ্দিনের প্রতিক্রিয়া হুবহু উল্লেখ করা হলো।

শহরাঞ্চলে প্রচুর শিক্ষার্থী রয়েছে। কিন্তু মফস্বলে শিক্ষার্থী সংখ্যা অপ্রতুল। দেখা যাচ্ছে সরকারী নীতিমালা উপেক্ষা করে একটি থানায় প্রয়োজনের অতিরিক্ত স্কুল-কলেজ প্রতিষ্ঠা করা হচ্ছে। এর মূলে রয়েছে রাজনৈতিক প্রভাব। ব্যাপারটা এমন যে, একজন সন্তানকে যতটা যত্ন করা যায়, পাঁচ সন্তানকে তা করা যায় না। তেমনি যে থানায় একটি কলেজ দরকার সেখানে তিনটি কলেজ খুলে বসলে সম্পদের সীমাবদ্ধতার কারণে চাইলেও সব প্রতিষ্ঠানের কল্যাণ নিশ্চিত করা যায় না। আর শিক্ষার্থী সঙ্কট তো সৃষ্টি হবেই সরকার শিক্ষকদের বেতনের শতকরা ৮০ ভাগ বহন করলেও বাকি ২০ ভাগ ও স্কুল-কলেজের বিভিন্ন খরচের জন্য ছাত্রবেতনের ওপর নির্ভর করতে হয়। কিন্তু মফস্বলের শতকরা ৯০ ভাগ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ছাত্রদের কাছ থেকে তেমন কিছু পাওয়া যায় না।

মফস্বলের আর্থ-সামাজিক কাঠামো বিধ্বস্ত। শিক্ষার্থীর শিক্ষা লাভে এটি অন্যতম অন্তরায়। শিক্ষার্থীরা ভাল বইপত্র কিনতে পারে না। লাইব্রেরী নেই বললেই চলে। বেতন বা ফী দিতে অধিকাংশ অভিভাবক অক্ষম। স্কুল কলেজে পড় য়া সন্তানের পকেট-খরচ দিতে তারা হিমশিম খায়। মোটামুটি খাবার ও কাপড়চোপড় দিতেও তারা অপারগ। এত সমস্যা ও সীমাবদ্ধতার মধ্যে একজন শিক্ষার্থী কিইবা শিখতে পারে।

মফস্বলের ছাত্ররা বেশিরভাগ কলেজে পা রেখে কোন না কোন রাজনীতির সঙ্গে জড়িয়ে পড়ে। তারা শ্রেণীকক্ষে যাবার চেয়ে রাজনীতিক বা ছাত্র নেতাদের তোষামোদ করতে বেশি পছন্দ করে। মফস্বলের শ্রেণীকক্ষে প্রতিদিন গড়ে শতকরা ৪৫ থেকে ৫০ ভাগ ছাত্রছাত্রী উপস্থিত থাকে। এই যদি হয় উপস্থিতির হার তাহলে তারা শিখবে কি? শেষ পর্যন্ত রাজনৈতিক প্রেসার, আর্থিক বা মানবিক কারণে তাদের পরীক্ষায় অংশগ্রহণের সুযোগ দিতে হয়। শ্রেণীকক্ষের সঙ্গে সম্পর্ক না থাকায় এবং সারা বছর পড়াশোনা না করার কারণে পরীক্ষার সময় নকলের হিড়িক পড়ে যায়। একশ্রেণীর রাজনৈতিক বা ছাত্রনেতা, শিক্ষক ও অভিভাবক এই জঘন্য কাজে পরীক্ষার্থীদের উৎসাহ ও অনুপ্রেরণা যোগায়। কোন মতে অর্জন করা এই সার্টিফিকেট বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই কাজে লাগে না। ফলে প্রকট হচ্ছে বেকার সমস্যা।

মফস্বল শিক্ষার উন্নয়নে প্রথমেই দরকার সমাজকে দারিদ্র্যমুক্ত করা। অপরিকল্পিতভাবে নতুন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা বন্ধ করতে হবে। দেশে যেসব পুরনো শিক্ষা প্রতিষ্ঠান আছে সেগুলোর মান উন্নয়ন করতে হবে। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে রাজনৈতিক প্রভাবমুক্ত করা জরুরী। নকল প্রবণতা বন্ধে অভিভাবক, শিক্ষক, রাজনৈতিক ও সামাজিকসহ সর্বস্তরের মানুষের গণসম্পৃক্তায়ন ও গণসচেতনতা প্রয়োজন। মেধাবী ছাত্রদের শিক্ষকতা পেশায় আকৃষ্ট করতে হবে। প্রত্যেক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে বইপুস্তকসমৃদ্ধ লাইব্রেরী গড়ে তুলতে হবে। আর এসব কাজ একদিনে সম্ভব নয়। পরিকল্পিতভাবে ধাপে ধাপে এগোতে হবে একবিংশ শতাব্দীর দিকে।

–শ. জামান